মুজিবনগরে জলাবদ্ধতায় অর্ধশত পরিবার পানিবন্দী, স্থায়ী সমাধানের দাবি

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালী ইউনিয়নের ১ নম্বর ওয়ার্ডের উত্তরপাড়ায় দীর্ঘদিন ধরে জলাবদ্ধতার কারণে চরম দুর্ভোগে পড়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। হামিদ মালিথার বাড়ির কাছ থেকে প্রধান সড়ক পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকা পানিতে তলিয়ে থাকায় প্রায় অর্ধশত পরিবার কার্যত পানিবন্দী অবস্থায় রয়েছে।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে কয়েকজন স্থানীয় বাসিন্দা জানান, হেরিংবোন (HBB) সড়ক নির্মাণের সময় দুই পাশ দিয়ে পর্যাপ্ত পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা না রাখায় জলাবদ্ধতা আরও প্রকট হয়েছে। তাদের অভিযোগ, কয়েকজনের অব্যবস্থাপনা ও অনিয়মের কারণে পুরো এলাকাবাসী ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন।

এ অবস্থায় দ্রুত পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং স্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের জরুরি হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন এলাকাবাসী।

এ বিষয়ে স্থানীয় ইউপি সদস্য হাবিবুর রহমান বলেন, “এলাকার অবস্থা সত্যিই বেহাল। তবে স্থায়ী সমাধানের জন্য প্রধান সড়কের পশ্চিম পাশের ড্রেনটি যে নদীতে গিয়ে মিশেছে, সেই ড্রেনের সঙ্গে কার্যকর সংযোগ স্থাপন করতে হবে। সেটি না হলে জলাবদ্ধতার সমস্যা দূর করা সম্ভব হবে না।”

পিরোজপুরে সংঘর্ষের জেরে অর্ধশত পরিবার গ্রাম ছাড়া

একদিকে প্রতিপক্ষের হামলার ভয়, অপরদিকে পুলিশের গ্রেফতার আতঙ্ক।

দুই আতঙ্কে মেহেরপুর সদর উপজেলার পিরোজপুর গ্রামের প্রায় অর্ধশত পরিবারের শতাধিক নারী-পুরুষ এখন পলাতক জীবন যাপন করছেন। গ্রামের দু’টি পাড়া এখন জনমানব শুন্য। খা খা করছে পিরোজপুর গ্রামের দু’টি পাড়ার শতাধিক বাড়ি ঘর। তবে, পাড়া দুটিতে লোকজনের দেখা না মিললেও কোনো ধরণের অপ্রিতীকর ঘটনা এড়াতে পুলিশের টহল চলছে রাত দিন।

সরেজমিনে গিয়ে দেখা গেছে বাড়ির লোকজন পলাতক থাকায় এখন খা খা করছে ওই পরিবারের মধ্যে। পুলিশের পাহারা চললেও গ্রামের মানুষের মাঝে বিরাজ করছে আতংক।

ক্রিকেটের একটি ব্যাট নিয়ে সৃষ্ঠ তুচ্ছ ঘটনায় দুজনের মধ্যে বাক বিতন্ড হলেও এখন সেটি ক্ষমতাশীন দলের দুটি পক্ষের পেশী শক্তির আধিপত্য বিস্তারের বিষয় বস্তুতে পরিণত হয়েছে।

এ ঘটনায় এখন ৪ জন আহত হয়েছে। আহতরা হলেন, ফিকির বিশ্বাসের ছেলে আব্দুল হামিদ ও হারু বিশ্বাসের ছেলে বকুল হোসেন। অপর পক্ষের আহতরা হলেন, আশকর আলীর ছেলে মতিরুল ইসলাম ও অপর আশকর আলীর ছেলে আব্দুর রাজ্জাক। আহতদের মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

এদের মধ্যে মতিরুল ইসলাম নামের একজন বর্তমানে ঢাকা মেডিকেলে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। তার অবস্থা আশংকাজনক বলে দাবী তার পরিবারের।

জানা গেছে, ২ বছর আগে খোকন মোল্লার ছেলে বাবু হোসেনের কাছ থেকে আব্দুল কুদ্দুছের ছেলে টুটুল হোসেন একটি ক্রিকেট ব্যাট নেন। খেলা খেলতে গিয়ে সেই ব্যাটটি ভেঙ্গে যায়। বাবু তার ব্যাটটি দেওয়ার জন্য টুটুলের কাছে বারবার আবেদন জানালেও সেটি ফিরিয়ে দেননি। গত ২৭ অক্টোবর বিকালে এ নিয়ে বাবু ও টুটুলের মধ্যে বাক বিতন্ড হয়। এক পর্যায়ে তাদের মধ্যে হাতাহাতি হয়ে বাড়ি ফিরে গিয়ে টুটুলের পরিবারের লোকজনকে জানালে কুদ্দুছের নেতৃত্বে ২০/২৫ জন লোক ধারালো অস্ত্র দা, লাঠি শোঠা নিয়ে এসে বাবুর বাড়িতে হামলা চালায়। পরে বাবুর লোকজনও তাদের প্রতিরোধ করতে গিয়ে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়।

ওই গ্রামের বাসিন্দা সাইদুল ইসলাম সাধন বলেন, ছোট ঘটনা নিয়ে সংঘর্ষ হলেও এখন আর বিষয়টি ছোট অবস্থায় নেই। এটা এখন বড় রাজনৈতিক নেতাদের মাথায় আছে। আহত আব্দুল হামিদ ও বকুল বর্তমান চেয়ারম্যান আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাসের লোক। এছাড়া অপর আহত

তবে মেহেরপুর সদর থানার ইন্সপেক্টর অপারেশন শেখ শাহিনুর রহমান জানান, পিরোজপুরের সংঘর্ষের ঘটনায় উভয়পক্ষই মামলা দায়ের করেছেন। আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাসের সমর্থক হারুন বিশ্বাস বাদী হয়ে এজাহার নামীয় ১১ জন ও অজ্ঞাত ৪/৫ জনকে আসামি করে একটি মামলা দায়ের করেন যার,মামলা নং ৪১, তারিখ ৩০/০৮/২০২২ ইং। অপরদিকে ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি আব্দুস সালামের সমর্থক জানু মিয়া বাদী হয়ে এজাহার নামীয় ১২ ও অজ্ঞাত ৩/৪ জনকে আসামি করে একটি মামলা দায়ের করেন যার মামলা নং ৪২, তারিখ ৩১/০৮/২০২২।

মামলার ঘটনায় পুলিশ অভিযান চালিয়ে সংঘর্ষের প্রধান হোতা আব্দুল কুদ্দুছ তার ছেলে ফরহাদ হোসেন ও একটি মামলার বাদী জানু বিশ্বাসকে গ্রেফতার করে জেল হাজতে প্রেরণ করেছে। তবে ইতোমধ্যে জানু বিশ্বাস জামিনে মুক্ত হয়েছেন।
ইন্সপেক্টর অপারেশন শেখ শাহিনুর রহমান আরো বলেন, দায়ের করা দুটি মামলার আসামিদের গ্রেফতারে পুলিশ অভিযান চালাচ্ছে। এছাড়া এলাকায় শান্তি শৃংখলা রক্ষার্থে নিয়মিত টহল অব্যাহত রয়েছে।

পিরোজপুর পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ এসআই সাইদুর রহমান বলেন, সংঘর্ষের পর এলাকায় আর কোনো অপ্রিতীকর ঘটনা যাতে না ঘটে, সে ব্যাপারে পুলিশ সজাগ রয়েছে। এই গ্রামে এখন পুলিশী টহল বাড়ানো হয়েছে।

পিরোজপুর ইউপি চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামীলীগের সহ-সভাপতি আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাস বলেন, এটা সদ্য সমাপ্ত ইউপি নির্বাচনেরই জের। মুলত আমার প্রতিপক্ষ পরাজিত প্রার্থী আব্দুস সালাম ভোটে হারার পর থেকেই আমার কর্মী সমর্থকদের নানাভাবে হুমকী ধামকী দিয়ে আসছিল। সে প্রায় দিনই তাদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে হুমকী দিয়েছে। সালাম ও তার লোকজন বেছে বেছে আমার লোকের উপর হামলা করতে গেছে।

তিনি আরো বলেন, মেহেরপুর শহরের রাজাকারের ছেলে ইব্রাহিম শাহিন উকিল ও বেশ কয়েকজন নেতা উস্কানি দিয়ে আমার বিরুদ্ধে আব্দুস সালামকে নির্বাচনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। এর সাথে জেলা পর্যায়ের আরো অনেক নেতা জড়িত। কিন্তু তাকে পরাজিত হতে হয়েছে। এখন এলাকায় আমার নির্বাচনী মাঠের কর্মী সমর্থকদের উপর হামলা ও প্রতিশোধ নেওয়ার চেষ্টা করছে সে। তিনি বলেন, শান্তিপূর্ণ পরিবেশকে অস্থিতিশীল করার পায়তারা করছেন আব্দুস সালাম তার লোকজন। তিনি বলেন,